মো: মফিজুল ইসলাম প্রধান

পেরপেটি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ১৩নং আদ্রা ইউনিয়নের পেরপেটি গ্রামটি সত্য সত্যই একটি আদর্শ গ্রাম । এ গ্রামের প্রত্যেকটি লোকই বিদ্যোৎসাহী । এ গ্রামের সবছেয়ে বেশি বিদ্যোৎসাহী বাড়ী মজুমদার বাড়ী (প্রকাশ বাইন্না বাড়ী) এক পর্যায়ে এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৪৯ সনে ঐবাড়ীর ৪ (চার) ভাই । ১/ হাজী আলী আহম্মেদ মিয়া ২/ হাজী নুরমিয়া সওদাগর ৩/ মো: বাদশা মিয়া মজুমদার ৪/ মৌ: আবদুল মান্নান মজুমদার এক ঘরোয়া বৈঠকে বসেন । সাথে ছিলেন ঐ বাড়ির ১/ সাহেব আলী মজুমদার ২/ আম্বর আলী মজুমদার ৩/ নোয়াব আলী মজুমদার ৪/ কেরামত আলী মজুমদার ৫/ খলিলুর রহমান মজুমদার ৬/ ফজর আলী মজুমদার । বৈঠকে সিদান্ত হল গ্রামে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করবেন । সিদ্বান্তনুযায়ী গ্রামের আরও কিছু মুরুব্বী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সাথে বাড়ী বাড়ী গিয়ে মতামত জানানোর পর সকলেই স্বাধুবাদ জানান । ঐ সময়ে বর্তমান স্কুল ঘরটি ও মাঠের জায়গায়টি ছিল পরিত্যক্ত । স্থানটির জায়গা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হল । ঐ স্থানটি ছিল উল্লেখিত ১-৪+১-২ ব্যক্তির দ্বয়ের । অত্যন্ত উৎসাহের সাথে শুরু করা হল ঘর নিমার্ণের সামগ্রী জোগাড় করার । অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে নির্মান সামগ্রি সংগ্রহ করে বিশেষ করে প্রথম ৪(চার) জনের অর্থায়নে ও এলাকার গন্য মান্য ব্যক্তির পরামর্শ ও সহযোগিতায় তৈরি করা হল ৬৪ ফুট লম্বা টিনের ঘর ।ঘরের বেড়া ছিল টিন ও মুলি বাঁশের সমন্নয়ে তৈরি । সকলের সহযোগিতায় বিশেষ করে ঐ বাড়ীর ব্যক্তিগনের ভূমিকাই ছিল সবছেয়ে বেশি । অতপর তৈরি করা হল ফার্নিচার । প্রয়োজন দেখা দিল শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীর । এ সময়ে আল্লার মেহের বাণীতে বি.এ পাশ করলেন ঐ বাড়ীর কবি আলতাফ হোসেন মজুমদার । প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হল তাঁকে ।অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তিনি । অতপর কিছু সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেন । শুরু হল ছাত্র সংগ্রহের । খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হল ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেনিতে । এক পর্যায়ে তিনি ১৯৫২ সনে নিজ বাড়ীর ও এলাকার উচ্চ শ্রেনির ছাত্রদের সংগ্রহ করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করান । পরীক্ষার্থী ছিল ৪(চার) জন । পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রামে । অত্যন্ত সুনামের সাথে কৃতকার্য হল সকলে । আসলো ১৯৫৩ সন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেন ১১জন । জানা যায় কৃতকার্য হন ৫ জন তারপর ১৯৫৪সন পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেন ২৩জন কৃতকার্য হন মাত্র ৩ জন । ১৯৫৫ সনে এক পর্যায়ে প্রধান শিক্ষক কবি আলতাফ হোসেনের সাথে প্রশাসনিক তর্ক বিতর্কের মাঝে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অব্যাহতি নেন । তখন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হল রামগঞ্জের আবদুর রব সাহেবকে উপযুক্ত বেতন না পাওয়ায় তিনি ৫(পাঁচ) মাস পর স্কুল ত্যাগ করেন । অতপর প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় নোয়াখালির আবদুর রহমান সাহেবকে । তিনিও বেশি দিন দায়িত্ব পালন করেননি । পরিশেষে শাহারাস্তি থানার দৈকান্তা নিবাসি জনাব আলী আহাম্মাদ সাহেবকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় । তিনি অত্যন্ত কর্মঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন । স্কুলের সুগতি ফিরানোর লক্ষ্যে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন । কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা পুরোপরি সফল হয়নি । অর্থ ,ছাত্র সংকট, শিক্ষক সংকট ও পারিপার্শ্বিক কারনে তাহাকেও বিদায় নিতে হল প্রতিষ্ঠান থেকে অনিবার্য কারনে বন্ধ হল প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম।

দীর্ঘ ৫(পাঁচ) বৎসর বন্ধ থাকার পর ১৯৬০ সনের ডিসেম্বর মাসের ২২তারিখ রবিবার রমজানের ঈদের দিনে নামাজ শেষে হাজী আলী আহম্মদ মিয়া তাঁহার দ্বিতীয় ছেলে মো: আবুল বাশার মজুমদারকে সাথে নিয়ে মোনাজাতের পূর্বে সকল মুসুল্লিদের সম্বোদন করে উল্লেখ করেন যে, অবিবার্য কারনে আমাদের হাই স্কুলটি দীর্ঘ ৫(পাঁচ) বছর বন্ধ থাকায় এলাকার লোক জন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আমরা পুনরায় স্কুলটি পরিচালনা করতে চাই । উপস্থিত সকলে মতামত প্রকাশ করেন এবং একজন উপযুক্ত ,দক্ষ,শিক্ষিত ডিগ্রীধারি ব্যক্তিকে প্রধান শিক্ষককের দায়িত্ব অর্পনের পরামর্শ দেন । এই সময় জনাব আবুল বাশার মজুমদার হের পেটির গঙ্গাচরন লোধের বড় ছেলে চিত্ত রঞ্জন লোধের হাত ধরে সকলের নিকট পরিচয় করান যে, তিনিই নতুন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন । আমি আশা করি আপনারা সকলে উনাকে সর্বাত্তক সহযোগিতা করবেন । ১৯৬০ সন গত হল শুরু হল ১৯৬১ সন চিত্ত রঞ্জন লোধ স্কুলের প্রতিষ্ঠার তারিখ ধার্য করলেন ০১/০১/১৯৬১ ইং ।এসময় বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না । ছিল না কোন অতীতের রেকর্ড পত্র । ছিল না কোন ফার্নিচার এমন কি ঘন্টা দেওয়ার মত কোন বেল ও ছিলনা । তখন প্রধান শিক্ষক কালীর বাড়ীর মেলা থেকে ৩(তিন) টাকা দিয়ে একটি বেল ও ২.৫০টাকা দিয়া একটি হাতাওলা চেয়ার কিনে আনেন । শুরু করে ৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেনীতে ছাত্র / ছাত্রী ভর্তি। ভর্তিকৃত ছাত্রদের নিয়ে আরম্ভ হলো ধান ও অন্যান্য কৃষি সম্পদ কালেকশান । নিয়োগ দেওয়া হল বেতন বিহীন শিক্ষক ১) জনাব আমিনুল ইসলাম মজুমদার পেরপেটি ২) ললিত মোহন দাস ফেনুয়া ৩) সামছুল হুদা গোবিন্দপুর ৪) জফুল্লাখন্দকার জয়াগ কান্দি ৫/ ভুবন মোহন নন্দি, আড্ডা ৬/ রাইহরন মজুমদার, হেরপেটি ৭/ জগদীশ চন্দ্র মজুমদার, হেরপেটি । শুরু হল শিক্ষকগনের নেতৃত্বে ধান ও কৃষি সামগ্রি কালেকশন। বেশি কালেকশন হতো পূর্ব দিকের গ্রাম সমুহে । কালেকশনের সামগ্রি বিক্রি করে খাতা পত্র ,হাই ও লোবেঞ্চ, চেয়ার ও

CamScanner

ব্ল্যাক বোর্ড তৈরি করার কাজ । আস্তে আস্তে কোন কোন শিক্ষককে সামান্য সন্মানি ভাতা দিতেন অত্যন্ত গোপনে । আল্লাহর মেহের বানী মজুমদার বাড়ীর প্রথম চার জন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি নিয়োগ দেন মধ্য পাড়ার এক ধনাঢ্য ও বিদ্যোৎসাহী হিন্দু জমিদার বাবু সত্যেন্দ্র নাথ সুরকে । ধীরে ধীরে প্রধান শিক্ষকের দুর্দিন কমতে থাকে। ঐ সময় স্কুলের কার্যনির্বাহি কমিটির সদস্য ছিলেন ১/ আবুল বাশার মজুমদার ২/ হাজী নুর মিয়া সওদাগর ৩/ হাজী ইসলাম আলী ৪/ নুরুল ইসলাম পাটওয়ারী ৫/ শামছুল হক পাটওয়ারী ৬/ ডাক্তার নগেন্দ্র চন্দ্র সরকার ৭/ আবদুল জলিল ভুঁঞা।

শুরু হল সরকারী চাপ । অষ্টম শ্রেনি পর্যন্ত অনুমোদন আনতে হবে সরকার থেকে । জাক জমকভাবে স্কুল ডেকোরেশন করে দাওয়াত দেওয়া হল চট্টগ্রামের রেঞ্জ ইন্‌চপেক্টর আবদুছ সালাম সাহেবকে । নির্ধারিত তারিখে আসলেন তিনি । সকল সদস্য গন উপস্থিত ছিলেন। ক্লাসে ক্লাসে গেলেন ইন্সপেক্টর সাহেব। ছাত্র /ছাত্রীর শৃঙ্খলা মেধা যাচাই করে অফিসে এসে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি । প্রশংসা করলেন প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও সদস্য গণকে। দিয়ে গেলেন অষ্টম শ্রেণির অনুমোদন ১৯৬৪ ইং পর্যন্ত । সাহেবের খাওয়ার ব্যবস্থা হলো হাজী নুর মিয়া সওদাগরের ঘরে । উপঢৌকন দেওয়া হলো এক মণ পায়জাম চাউল , আধামন বাঁশ মতি চাউল , কচুয়া থেকে আনিত বড় কৈ মাছ একটিন । আরম্ভ হলো স্কুলের সুগতি , শুরু হল মাঠে খেলাধুলা, ড্রামা, থিয়েটার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চর্তুদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ল পেরপেটি বাসির । ১৯৬৪ ইং থেকে সেক্রেটারী সত্যেন্দ্র নাথ সুর তার পদ থেকে অবসর নিলে কার্যনির্বাহী কমিটি সেকেটারী নির্বাচিত করেন চেয়ারম্যান জনাব আবুল বাশার মজুমদারকে। তিনি অত্যান্ত কর্মঠ, সৎ, নিষ্ঠাবান, ও কর্তব্যপরায়ন ছিলেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে স্কুলের যতেষ্ঠ উন্নতি সাধিত হয়। বিদ্যালয়ের পূর্ব দিকের এক তলা একাডেমিক ভবনটি তৈরির সময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসের ০৭ তারিখ তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করলে পর্যায় ক্রমে মজুমদার বাড়ি থেকেই সভাপতি নিযুক্ত হয়ে আসতেছে।

প্রধান শিক্ষক লোধবাবুর শখ থামেনি। তিনি নবম শ্রেনি খুলবেন । অনুমোদন লাগবে সরকারের । যাতায়ত শুরু করলেন চট্টগ্রামে । অনেক দিন পর নবম শ্রেনির অনুমোদন আনলেন ০১/০১/১৯৬৫ ইং । ভর্তি শুরু হলো সকল শ্রেনিতে । ছাত্র বেতন ধার্য্য হলো ৬ষ্ঠ শ্রেনির দেড় টাকা ,সপ্তম ও অষ্টম শ্রেনির দুই টাকা , নবম ও দশম শ্রেনির তিন টাকা । প্রথম এস,এস,সি পরীক্ষা শুরু হয় ১৯৬৯ সনে। কেন্দ্র তলাগ্রাম,পরীক্ষার্থী ৯(নয়) জন, কৃতকার্য হন ৪(চার) জন ২য় ও ৩য় বিভাগে । ১৯৬৯ সন থেকে শুরু হলো এস.এস .সি পরীক্ষা। অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন বাবু চিত্তরঞ্জন লোধ ১৯৯৫ইং সন পর্যন্ত। তিরোধান গঠলো বাবু চিত্তরঞ্জন লোধের। শোকের ছায়া পড়লো পেরপেটি ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে। নিয়ম অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হলেন জনাব মো: আবদুর রশিদ মিয়া। দায়িত্ব পালন করেন ০১/০৬/১৯৯৫থেকে ০৫/০৯/১৯৯৫ইং পর্যন্ত । অতপর পরিচালনা কমিটি প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেন ৩য় শিক্ষক জনাব মো: জসিম উদ্দিন সাহেবকে। অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন ০৬/০৯/১৯৯৫ থেকে ১১/০৬/২০১৩ ইং পযর্ন্ত। অতপর তিনি স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে । দায়িত্ব অর্পিত হল সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মো: নেয়ামুল হক খাঁন এর উপর । দায়িত্ব পালন করেন ১২/০৬/২০১৩ থেকে ০৬/০৬/২০১৫ ইং পর্যন্ত । অনিবার্য কারনে পুনরায় মো: জসিম উদ্দিন কে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেন। দায়িত্ব পালন করেন ০৭/০৬/২০১৫ইং থেকে ২০/১১/২০১৬ইং পর্যন্ত । কিন্তু বেশি দিন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে না পারায়, কমিটি সহকারি প্রধান শিক্ষক মো: নেয়ামুল হক খাঁন সাহেবকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেন ২১/১১/২০১৬ ইং থেকে (বর্তমান দায়িত্বে)।

প্রকাশ থাকে যে চিত্ত রঞ্জন লোধ প্রধান শিক্ষক থাকা কালিন দাতা পর্যায়ের ব্যক্তিগণের সন্তান ১/ মো: মমতাজ উদ্দিন মজুমদার ২/ মো: আমিনুল ইসলাম মজুমদার ৩/ মো: নাজিম উদ্দিন চৌধুরী ৪/ মো:মোবারক হোসেন মজুমদার ও তাদের নিকট আত্নীয় ৫/ জনাব মো: আবদুল জলিল মুন্সি ৬/ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘ দিনের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয়ের কমিটির সদস্য থাকা কালিন প্রধান শিক্ষক চিত্ত রঞ্জন লোধ কে অনুরোধ করেন যে, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সন ০১/০১/১৯৪৯ ইং সন করার জন্য । কারন ১৯৫২, ১৯৫৩ও ১৯৫৪ সনে কবি আলতাফ হোসেন প্রধান শিক্ষক থাকা কালিন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ছাত্ররা পাশ করেন । উল্লেখ্য যে,ঐ ছয়জন ঐ সন গুলিতে পাশ করেন। কিন্তু বাবু চিত্তরঞ্জন লোধ তাদেরকে অবগত করান যে তিনি ঢাকা ও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে বার বার তল্লাশি করেও কোন তথ্য পাননি । তিনি সকলকে জানান যে, যেহেতু স্কুলের প্রতিষ্ঠার তারিখ দেওয়া হয়েছে ০১/০১/১৯৬১ ইং । ঐ তারিখটি সকল শিক্ষা অফিসে সংগৃহিত আছে । ঐ তারিখ রদবদল করা হলে স্কুলের বিশেষ ক্ষতি হবে । সেই প্রেক্ষিতে ঐ ছয় ব্যক্তি আর কোন ভূমিকা নেননি।

তথ্য সংগ্রহে ও রচয়িতা
মো: মফিজুল ইসলাম প্রধান
প্রাক্তন অফিস সহকারি ও শিক্ষক, পেরপেটি উচ্চ বিদ্যালয়
(০১/০১/১৯৭৪ইং -- ৩০/১২/২০১৬ইং)

CamScanner